ISSN 2456-2459

জল জঙ্গল

ত্রৈমাসিক

সংরক্ষণের জন্য শেষ পর্যন্ত

RNI WBBEN15532

জুন-জুলাই-আগস্ট সংখ্যা, ২০১৭ ▪ ১০০ টাকা

ভারতীয় কচ্ছপ
গিরগিটি ও বহুরূপী
গিবন কাহিনী
কালো তিতির
শিরগাং
নীলশির শিলাদামা
রুফাস সিবিয়া
রেডস্টার্ট
হেলে সাপ
পিঁপড়ের লড়াই
ভোঁদড়
পোকামারা
ঘাসফড়িং
সোয়ালো

জঙ্গল : রণথম্ভোর, মানস জাতীয় উদ্যান
সংরক্ষণ : আবার টেকসই উন্নয়ন
গিরগিটি ও বহুরূপী
বিশেষ নিবন্ধ : ভারতের হর্নবিল, কাশ মালভূমি ও লাটবাগান
সাক্ষাৎকার : জীবন সর্দার
বুক রিভিউ ও নিয়মিত কলাম

আপনার পরিবেশ ভাবনার মুখপত্র
বাংলাভাষার বন পরিবেশ সংরক্ষণ বিষয়ক পত্রিকা

"Water and air,
the two essential fluids on which all
life depend, have become
global garbage cans."

Jacques Cousteau

সূচিপত্র

সম্পাদকীয় ৪

জল সংরক্ষণ
আবার টেকসই উন্নয়ন ৪০

জঙ্গল
রণথম্ভোর ৭
মানস জাতীয় উদ্যান ২৩

পাখি
কালো তিতির ৫১
শিরগাং ৫০
নীলশির শিলাদামা ৬০
রেডস্টার্ট ৪৯
রুফাস সিবিয়া ১৩
সোয়ালো ৬২
বেনেবউ ৬১
পোকামারা ৪৮

প্রজাতি ও পরিবেশ
ভারতীয় কচ্ছপ ৩৩
গিরগিটি ও বহুরূপী ৬
গিবন কাহিনী ৪৫
হেলে সাপ ৫২
পিঁপড়ের লড়াই ৫৩
ভোঁদড় ৫৭
ঘাসফড়িং ১৮
বিপন্ন উত্তরবঙ্গের হাতি ৫৫
বর্ষাবনের বনমালি ১৯

ছবি : চঞ্চল সিন্‌হা

বিশেষ নিবন্ধ
ভারতের হর্নবিল ১৪
কাশ মালভূমি ১১
লাটবাগান ও ক্যান্টনমেন্ট ২৭

সাক্ষাৎকার
জীবন সর্দার ৩৭

বুক রিভিউ ৫৭

নিয়মিত কলাম

প্রচ্ছদের ছবি : অরিন্দম ভট্টাচার্য

ফ্যানথ্রোটেড লিজার্ড

বহুরূপী বাহার

বিজ্ঞানসম্মত নাম : *Chamaeleo Zeylanicus*

লেখা ও ছবি : অয়ন পাখিরা

ভারতবর্ষে ২০০-এর বেশি গিরগিটির প্রজাতি পাওয়া যায় তার মধ্যে ক্যামেলিয়ন অন্যতম। মুহূর্তের মধ্যে গায়ের রং ও নকশা পরিবর্তন করে শিকারির চোখকে ফাঁকি দিতে এর জুড়ি মেলা ভার। এটি বাংলায় বহুরূপী নামেও পরিচিত। এদের মূলত জঙ্গলে, ঝোপঝাড় ও গাছের শাখাপ্রশাখায় থাকতে দেখা যায়। দিনের বেলায় সক্রিয় এই প্রাণীটি গাছের শাখা-প্রশাখায় নিজের গায়ের রঙ-এর পরিবর্তন ঘটিয়ে শিকারের জন্য থাকে এবং শিকার তার আয়ত্তের মধ্যে এলে লম্বা জিভের সাহায্যে শিকার করে। এরা মূলত পোকামাকড় খেয়ে থাকে। বহুরূপী খুব ধীরগতির প্রাণী। বর্তমানে বিপন্ন এই প্রজাতিটি পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া, বীরভূম, বাঁকুড়া, পশ্চিম মেদিনীপুরের উপকূল অঞ্চলে দেখা যায়।

চিত্রের বহুরূপীটির উদ্ধার কার্য ও পুর্নবাসন : এই বহুরূপীটির ছবিটি হুগলি জেলার তারকেশ্বর এলাকায় নেওয়া। গত ২০১৪ সালের জুলাই মাসে এটি উদ্ধার হয় তারকেশ্বরের পদ্মপুকুর এলাকাতে। এটি উদ্ধার করে স্থানীয় পরিবেশ ও বন্যপ্রাণ রক্ষায় ব্রতী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা 'তারকেশ্বর গ্রীন মেটস'। পরবর্তী ক্ষেত্রে এরা এই প্রাণীটিকে তার স্বাভাবিক পরিবেশে ফিরিয়ে দেয়।

অয়ন পাখিরা

রুফাস সিবিয়া

লেখা ও ছবি : অমর্ত্য বসু

ভারতের উত্তরাংশে, নিম্ন ও মধ্য হিমালয়ের চিরহরিৎ বনভূমি থেকে নেপাল ও ভুটানের বিস্তৃত অংশে দৃষ্টিগোচর হওয়া, সুন্দর চেহারা এবং বাঁশির শব্দের মতো সুরেলা কণ্ঠের অধিকারী পাখি 'রুফাস সিবিয়া'। ৩৫০০ মিটার উচ্চতা অবধি সবুজ হিমালয়ের বাসিন্দা এই পাখির বাইনোমিয়াল বা বিজ্ঞানসম্মত নাম 'ম্যালাসিয়াস ক্যাপিস্ট্রাটাস' (*Malacias capistratus*)।

একবার দেখলেই চেনা যায় এমন বৈশিষ্ট্যের অধিকারী এই পাখির শরীরে প্রাধান্য লালচে বাদামি বা 'রুফাস' রঙেরই। ডানায় ধূসর ও কালো রঙ লক্ষ করা যায় এবং এদের মাথা ও ঝুঁটির রঙও কালো। রুফাস সিবিয়া-র আরও একটি বৈশিষ্ট্য হল, এদের ঝুঁটি বা ক্রেস্ট অধিকাংশে সময়ই খোলা থাকে বা উঁচু হয়ে থাকতে দেখা যায়। পুরুষ ও স্ত্রী পাখির চেহারা, রঙ এবং আকৃতির বিশেষ পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না।

দার্জিলিং জেলার পাহাড় ঘেরা ছোট্ট এক সবুজ সুন্দর গ্রাম রিশপ-এ এই পাখির সাথে আমার প্রথম সাক্ষাৎ মার্চ মাসে। চিরহরিৎ বৃক্ষ, বিশেষত ওক, ফার ইত্যাদি পছন্দ করা রুফাস সিবিয়া গাছের উঁচু ডালে মস, ঘাস ও পাতার সাহায্যে কাপ আকৃতির পরিচ্ছন্ন বাসা বুনন করে এদের প্রজননকালে, বা মার্চ-এপ্রিল থেকে আগস্ট মাস অবধি। ছোট, রসালো বা বেরিজাতীয় ফল এবং পতঙ্গই এদের প্রধান খাদ্য হলেও বসন্ত আসার সাথে সাথে মধু ও পতঙ্গ-এর খোঁজে রোডোডেনড্রন ও শিমুল গাছে এদের ভিড় লক্ষ করা যায়।

অমর্ত্য বসু

মানস জাতীয় উদ্যান

লেখা : শান্তনু বিশ্বাস

রাতের অন্ধকারে জঙ্গলের রূপটি ঠিক কি রকম হয় তা ফরেস্ট বাংলোর বাইরে তাকাতেই মালুম হল। রাত্রি প্রায় দশটা, একটু আগেই বাংলোর আলো নিভিয়ে দেওয়া হয়েছে। ভরসা বলতে শুধু টিমটিমে একটা লণ্ঠন। বাংলোর সামনে এক চিলতে ফাঁকা জমি, তার ওপারেই ঘন জঙ্গল। রাতের অগুনতি তারার আবছা আলোয় জঙ্গল যেন রহস্যময়ী হয়ে উঠেছে। বাংলোর পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া নদীর হাওয়ায় কেঁপে উঠছে গাছের পাতারা। মধ্যে মধ্যে ডেকে উঠছে রাতচরা পাখি। শুনতে পাচ্ছি দূরে কোথাও গাছের ডাল ভাঙার মড়মড় শব্দ, হাতির পাল বোধ হয়। ভারত-ভূটান সীমান্তে মানস নদীর তীরে অসীম সৌন্দর্যের খনি এই অরণ্যভূমিতে এসেছি আগেও, আসতে হবে আবারও। প্রতিবারেই পরতে পরতে উন্মোচিত হয়েছে রহস্যের অবগুণ্ঠন। প্রতিবারেই যেমন আবিষ্কার করেছি নতুন করে, তেমনই অনাবিষ্কৃত, অদেখা থেকে গেছে আরও অনেক কিছু।

বরপেটা রোড স্টেশনে কামরূপ এক্সপ্রেস যখন থেমেছিল তখন বেলা প্রায় ২টা ৪০ মিনিট। লটবহর নিয়ে স্টেশনের বাইরে আসতেই দেখি গাড়ি অপেক্ষা করছে। যাত্রা শুরু করে ছোট্ট শহরের সীমানা ছাড়াতেই ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠল অসমের শান্ত, শ্যামল পল্লী প্রকৃতি, দূরে আবছা পাহাড়ের শ্রেণী। রাস্তার অবস্থা বেশ খারাপ। রাজ্যের ধুলো গায়ে মাথায় মেখে অবশেষে আমাদের গাড়ি পৌঁছল বাঁশবাড়ি লজের গোড়ায়। কয়েক পা দূরেই জঙ্গলের বাঁশবাড়ি রেঞ্জের Entry point, বহু প্রতীক্ষিত মানস জাতীয় উদ্যানের প্রবেশ পথ। প্রবেশ দ্বারের পাশেই জঙ্গলের বিভিন্ন বন্যপ্রাণীর ছবি সম্বোলিত কোলাজের হোর্ডিং। বাঁশবাড়ি লজে দ্রুত খাওয়া-দাওয়া সেরে প্রবেশ পথে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দেখিয়ে অবশেষে প্রবেশ মানস জাতীয় উদ্যানের বাঁশবাড়ি রেঞ্জে। জঙ্গলের বুক চিরে যাওয়া রাস্তা ধরে আমরা এগিয়ে যাব প্রায় ২২ কিমি দূরত্বে ভূটান সীমান্তে মাথানগুড়ি ফরেস্ট লজে। কয়েকদিন ওখানেই অধিষ্ঠান ও সারাদিন ধরে জঙ্গল-ভ্রমণ।